আল্লাহকে দর্শন

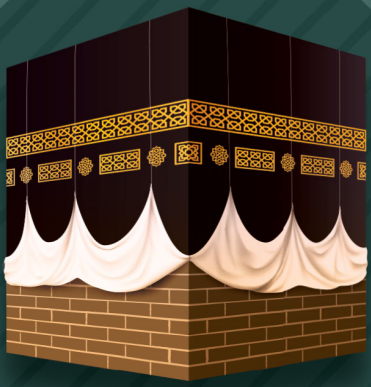

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহকে দর্শন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

আল্লাহকে দর্শন

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১২২

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

رؤية الله تعالى

تأليف : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০২১ খৃ./ছফর ১৪৪৩ হি./আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

ALLAHKE DARSHAN (Seeing Allah) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861. Mob : 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
লেখকের নিবেদন	০৫
আল্লাহকে দর্শন	০৭
কুরআনী দলীল	০৭
হাদীছের দলীল	০৮
দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবেনা	১০
আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল	১২
ক্বিয়ামতের ময়দানে সবাই আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল	১৮
স্বপ্নে আল্লাহকে দর্শন	১৯
স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শন	২১
বর্তমান অবস্থা	২১
আল্লাহ্র দীদার কামনা	২২
আল্লাহ্র দীদার লাভের উপায় সমূহ	২৬
মৃত্যু কামনা	৩০
আত্মহত্যা মহাপাপ	৩১
আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে কবরে প্রশ্ন	৩১
জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ	৩৩
পরকালীন পুরস্কার	৩৫
বান্দার সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন	৩৬
আল্লাহ্র দীদার বিষয়ে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত	৩৮

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কুমিল্লা যেলার উপদেষ্টা ও আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, শাসনগাছা, কুমিল্লার ক্যাশিয়ার জনাব তোফাযযল হোসাইন (৭০) ২০২০ সালের ২৩শে জুন মঙ্গলবার কুমিল্লায় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘ঊন*।

জনাব তোফাযযল হোসাইন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি আমীরে জামা‘আত কর্তৃক লিখিত শবেবরাত, মীলাদ প্রসঙ্গ ও আমীরে জামা‘আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী লিখিত ‘কুরআন ও কলেমাখানি’ বই প্রত্যেকটি এক হাযার কপি করে ফ্রী বিতরণ করেন। সবশেষে মাসিক আত-তাহরীক মার্চ ২০২০-এর ৩০তম বার্ষিক ‘তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা’য় প্রকাশিত দরসে কুরআন ‘আল্লাহকে দর্শন’ নিবন্ধটি তিনি বই আকারে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং এক হাযার কপি নিজ খরচে ফ্রী বিতরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যাওয়ায় সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর পক্ষ থেকে নিবন্ধটি মাননীয় লেখক কর্তৃক কিছুটা বর্ধিত কলেবরে বই আকারে প্রকাশ করা হ’ল। ইনশাআল্লাহ তাঁর নামে এক হাযার কপি বই ফ্রী বিতরণ করা হবে। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার — *-প্রকাশক*

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি নিরাকার বা শূন্যসত্তা নন। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন মুমিন নর-নারী আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দেখবেন। আর সেটাই হবে তাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত।

জীবনের প্রতি পদে পদে ঈমান ও কুফরের সংঘর্ষ চলছে। আল্লাহ মানুষকে ঈমানের দিকে ডাকেন, আর শয়তান মানুষকে কুফরের দিকে ডাকে। শয়তানের চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তিতে মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও প্রতারিত হয়ে পদস্খলিত হয়। ফলে সে পরকালে জাহান্নামী হয়। ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী আরেক দল মানুষ সর্বদা দুনিয়াবী লাভ-লোকসানের নিরিখে ঈমানকে প্রকাশ করে এবং কুফরকে লুকিয়ে রাখে। ফলে এরাও পরকালে জাহান্নামী হয়। এমনকি এরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকে। তাই পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড় সফল ব্যক্তি তিনি, যিনি হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত। যিনি পরকালে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কেবল জান্নাতেই প্রবেশ করবেন না, বরং তার জীবনের সবচাইতে বড় আকাংখা পূরণ হবে তখনই, যখন তিনি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দর্শন করবেন। তাই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল মনের মধ্যে আল্লাহকে দর্শনের তীব্র আকুতি সৃষ্টি হওয়া এবং আখেরাতে সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাওয়া। আর এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তার প্রিয় ব্যক্তির ভালবাসা অনুযায়ী কাজ করে। একইভাবে মানুষ যখন আল্লাহকে দর্শনের আকাংখী হবে, তখন সে যে কাজ আল্লাহ ভালবাসেন সে কাজই করবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহ বিরোধী কোন কাজই সে করবে না।

বস্তুতঃ যখন আমরা কিছুই ছিলাম না, তখন আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি রূপে মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠান এবং আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে ও ভাষা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। এমতাবস্থায় তাঁকে স্বচক্ষে দেখার জন্য কি আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হবেনা? দুনিয়ার নেতাদেরকে দেখার জন্য আমরা ব্যগ্র থাকি, অথচ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখার জন্য কি আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত আগ্রহ সৃষ্টি হবেনা? কিন্তু আগ্রহ হ'লেই কি সেটা সবার জন্য সম্ভব? আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু সবার জন্য কি বঙ্গভবনে প্রবেশ করা সম্ভব? সেখানে প্রবেশ করতে গেলে যেমন তাকে যোগ্য হ'তে হবে, তেমনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হবে। দুনিয়ার নেতাদের দুনিয়াতে দেখা যায়। কিন্তু আরশের মালিককে দুনিয়াতে দেখা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখার জন্য জান্নাতী হ'তে হয় ও তাঁর অনুমতি প্রয়োজন হয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে পরকালে আল্লাহকে দর্শনের আকাংখা পোষণ করি এবং তাঁর দীদার লাভের জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২১ সোমবার *-লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আল্লাহকে দর্শন (رؤية الله تعالى)

ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে অবশ্যই দর্শন করবেন ইনশাআল্লাহ। এটি দ্বীনের মূলনীতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে মুমিনের আক্বীদা স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

কুরআনী দলীল (الأدلة من القرآن) :

(১) আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- تَظُنُّ أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ- 'সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল' *(২২)*। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(২৩)*। 'আর সেদিন অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ' *(২৪)*। 'তারা আশংকা করবে যে, তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৫)*। ২২ ও ২৩ আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। (২) তিনি বলেন, اُدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ، ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ- لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ- 'তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। আর এটা হ'ল চিরস্থায়ী হবার দিন'। 'সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের নিকট রয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু' *(ক্বাফ ৫০/৩৪-৩৫)*।

(৩) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ، وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَّلاَ ذِلَّةٌ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- 'যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত। তাদের চেহারা সমূহকে মলিনতা ও হীনতা আচ্ছন্ন করবে না। তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(ইউনুস ১০/২৬)*। আর সেটি হ'ল আল্লাহকে দর্শন।

উক্ত ৩টি আয়াত ছাড়াও সূরা বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, ক্বাছাছ ৮৮, রূম ৩৮, ৩৯, রহমান ২৭, দাহ্র ৯, লায়েল ২০ সহ মোট ১১টি আয়াতে আল্লাহ্র চেহারা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্র হাত ও চেহারা বিষয়ে বিদ'আতীদের নানাবিধ গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[১]

হাদীছের দলীল (الأدلة من السنة) :

(১) হযরত ছোহায়েব রূমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلاَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ– 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন তাঁকে দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু আর থাকবে না'। আর এটিই হ'ল 'অতিরিক্ত'। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، 'যারা সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত' *(ইউনুস ১০/২৬)*।[২] অর্থাৎ আল্লাহ্র দর্শন লাভ।

(২) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، 'আল্লাহ সেদিন উজ্জ্বল চেহারায় হাসতে হাসতে মুমিনদের সাক্ষাৎ দান করবেন'...*(মুসলিম হা/১৯১)*।

১. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১ হি.), মুখতাছারুছ ছাওয়ায়েক্বিল মুরসালাহ (মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ, তাবি) ২/১৭৯; থিসিস ১১৬ পৃ.।
২. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ-৬।

(৩) হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تُضَارُّونَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : فَهَلْ تُضَارُّونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাব? তিনি বললেন, পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তারা বলল, না। তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তারা বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অনুরূপভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সেদিন দেখতে পাবে’।[৩]

(৪) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا– ‘তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে স্পষ্ট দেখবে’ *(বুখারী হা/৭৪৩৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমরা একদিন পূর্ণিমার রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ– ‘তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে, যেমনভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখছ। যা দেখতে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না’।[৪]

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছে আল্লাহ্র নিকট শাফা‘আতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّدَعَنِي فَيَقُولُ : ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ

৩. বুখারী হা/৭৪৩৭, ৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮২, ১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৫৫ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান’ অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং হা/৫৫৭৮ ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ-৪, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৪. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘আল্লাহকে দর্শন’ অনুচ্ছেদ-৬।

تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ، ‘অতঃপর যখন আমি তাঁকে দেখব, তখন সিজদায় পড়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, শোনা হবে। শাফ‘আত কর, কবুল করা হবে এবং চাও, দেওয়া হবে’।[৫]

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবেনা (لا يمكن رؤية الله في الدنيا) :

(১) হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে ৪০ দিন ই‘তিকাফের পর আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ– ‘অতঃপর যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেল এবং তার প্রভু তার সাথে (পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি) কথা বললেন, তখন সে বলল, হে প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি সেটি স্বস্থানে অবিচল থাকে, তাহ’লে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তার জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, তা তাকে বিধ্বস্ত করে দিল। আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন মূসা হুঁশ ফিরে পেল তখন বলল, মহাপবিত্র তুমি (হে প্রভু!)। আমি তওবা করছি এবং আমিই বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রথম’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*।

(২) আল্লাহ বলেন, لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ– ‘কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে বেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং ভিতর-বাহির সকল বিষয়ে বিজ্ঞ’ *(আন‘আম ৬/১০৩)*।

৫. বুখারী হা/৬৫৬৫; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭২ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ-৪।

‘কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না’। কিন্তু তাঁকে দর্শন করতে পারে। যেমন যদি কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আমি আকাশ দেখেছি’ তাহ’লে সেটি ঠিক আছে। কিন্তু তার দৃষ্টি আকাশকে বেষ্টন করতে পারেনা। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র নিদর্শন দেখা যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র সত্তাকে দেখা যাবেনা।

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَنْ يَّرَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ، ‘তোমাদের কেউ কখনোই তার প্রতিপালককে দেখতে পাবেনা, যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করবে’ *(মুসলিম হা/১৬৯; তিরমিযী হা/২২৩৫)*।

(৪) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ : نُورٌ، أَنَّى أَرَاهُ؟ আপনি কি মে‘রাজে আপনার প্রতিপালককে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, নূর; কিভাবে তাঁকে আমি দেখব?[৬]

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) মে‘রাজের ঘটনা উপলক্ষ্যে বলেন, مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِى صُورَتِهِ، ‘যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভয়ংকর অপবাদ দিল। বরং তিনি জিব্রীলকে তার স্বরূপে দেখেছিলেন’।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، ‘তিনটি বিষয় এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ্র উপর ভয়ংকর অপবাদ দিল। (১) যে ব্যক্তি বলে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন। (২) মুহাম্মাদ কুরআনের কোন আয়াত গোপন করেছেন এবং (৩) তিনি আগামীকালের খবর রাখেন’ *(তিরমিযী হা/৩০৬৮)*।

৬. মুসলিম হা/১৭৮; মিশকাত হা/৫৬৫৯ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘আল্লাহকে দর্শন’ অনুচ্ছেদ-৬।
৭. মুসলিম হা/১৭৭ (২৮৭); বুখারী হা/৩২৩৪; মিশকাত হা/৫৬৬১ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘আল্লাহকে দর্শন’ অনুচ্ছেদ-৬; তিরমিযী হা/৩২৭৮।

আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল (ثلاث طوائف فى رؤية الله تعالى) **:**

১ম দল- যারা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী নন। এরা হ'লেন নির্গুণবাদী ভ্রান্ত ফের্কা জাহমিয়া ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলা, রাফেযী শী'আ ও তাদের সমমনাগণ। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هُمُ الْمُعَطِّلَةُ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، 'এরা হ'ল আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকারকারী মু'আত্ত্বিলাহ বা নির্গুণবাদী। যারা সকল সৃষ্টজীব ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম'।[৮] আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ– 'কখনই না'। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। এটি হবে তাদের অবিশ্বাসের ফল। ফলে কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা সেদিন আল্লাহ্র দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে।

২য় দল- যারা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী। মা'রেফতী ছূফীগণের একটি দল। যারা হুলূল ও ইত্তিহাদ তথা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের অনুসারী। যারা 'ফানাফিল্লাহ' ও 'বাক্বাবিল্লাহ' এবং 'যত কল্লা তত আল্লাহ' মতবাদে বিশ্বাসী। এরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। বরং এদের ধারণা মতে, পীরের আত্মা ও মুরীদের আত্মা মিলে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় অথবা সেখানে স্থায়ী হয়ে যায়। যাকে 'বাক্বাবিল্লাহ' বলে। এরা নূরে মুহাম্মাদীর শিরকী আক্বীদা পোষণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। তারা মুহাম্মাদকে 'মানুষ নবী' নন, বরং 'নূরের নবী' বলে ধারণা করেন। তারা খোদ মুহাম্মাদকেই আল্লাহ বলেন। মীলাদ-ক্বিয়াম, ওরস ও কাওয়ালীর মজলিসগুলিতে তারা নেচে-গেয়ে বলে থাকেন,

محمد بشکل عرب آمدہ + عین را حذف کن کہ رب آمدہ

شریعت کا ڈرہے نہیں، صاف کہ دوں + خدا خود رسول خدابن کے آیا-

৮. তাক্বিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মদীনা মুনাউওয়ারাহ, মুজাম্মা' ফাহদ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ. ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত, শামেলাহ ৩৫ খণ্ড; সংকলক : আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ নজদী ১-৩৫ খণ্ড, الفهارس العامة সাধারণ সূচী সমূহ ৩৬-৩৭ খণ্ড, প্রণেতা : ঐ, পুত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান) মুদ্রণ : কায়রো ১৪০৪ হি., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬,৯৭৯+৯৮২=১৭,৯৬১) ৩/৩৯১ পৃ.।

'মুহাম্মাদ এসেছেন 'আরব' রূপে + 'আ'-কে বাদ দিলে বুঝবে, এসেছেন 'রব'। 'শরী'আতের ভয় নেই, স্পষ্ট বলি + খোদা খোদ এসেছেন রাসূলে খোদা হয়ে' *(আকরম খাঁ, তাফহীমুল কোরআন ২/২৮১)*। তারা বলেন, 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা + আহমাদ 'আহাদ' হ'লে তবে যায় জানা'। 'মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন + দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন'। এমনকি তারা তাদের খাজাবাবা ও পীরবাবাদের সম্পর্কে বলেন,

حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے + ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے

'বাস্তবে দেখ যদি খাজাই হ'লেন খোদা + তাঁর দরজায় সিজদা করা বৈধ মোদের সদা' (নাঊযুবিল্লাহ; ঐ)।

বস্তুতঃপক্ষে ইরান ও হিন্দুস্তানের অদ্বৈতবাদী ভ্রান্ত দর্শন ইসলামের ছদ্মবেশে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। যা অদ্যাবধি পীরপূজা ও কবরপূজার নামে সমাজে প্রচলিত আছে। পতনযুগে ইহূদী-খৃষ্টানদের অবস্থাও এরূপ ছিল। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَّاحِدًا، لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর রয়েছেন। রয়েছে তাদের অসংখ্য মুরীদ। যাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং তাদের ওরসের ব্যবসা খুবই জমজমাট। এদের কাশ্ফ ও কারামত ও এদের দেওয়া গায়েবী খবরে বিশ্বাস করার কারণে এরাই প্রকারান্তরে সমাজে 'রব'-এর আসন দখল করে আছে।

এইভাবে এই দলের লোকেরা দুনিয়াতে সর্বদা আল্লাহ দেখেন। যা কুরআন ও সুন্নাহ্র সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে তারা আখেরাতে আল্লাহকে দেখবেন বলে বিশ্বাস করলেও সেটা পাবেন না। এদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যারা বলেন যে, পীর-আউলিয়াগণ দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেন, তারা বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট। তারা কুরআন-সুন্নাহ

ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী। বিশেষ করে যখন তারা দাবী করে যে, তাদের পীর-আউলিয়াগণ নবী মূসা (আঃ)-এর চাইতে উত্তম। কারণ মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি। এসব লোকদের তওবা করতে বলা হবে। অন্যথায় এদের হত্যা করতে হবে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৫১২)*। তবে এ দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় আদালত ও সরকারের।

জমহূর সালাফ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, أَنَّ مَنْ جَحَدَ رُؤْيَةَ اللهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِلْمُ فِي ذَلِكَ عُرِّفَ ذَلِكَ كَمَا يُعَرَّفُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ– 'যে ব্যক্তি আখেরাতে আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করে, সে কাফের। তার কাছে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীছের ইলম পৌঁছে গেলেও যদি সে নিজের মতের উপর যিদ করে, তাহ'লে সে কাফের' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৪৮৬ পৃ.)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) একই কথা বলেন।[৯]

৩য় দল- যারা দুনিয়াতে আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করেন এবং আখেরাতে তা সাব্যস্ত করেন। আর সেটি হবে ক্বিয়ামতের প্রাঙ্গণে এবং জান্নাতে। এটিই হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের বক্তব্য। উক্ত বিষয়ে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল গণী মাক্বদেসী (৫৪১-৬০০ হি.), ইবনু আবিল 'ইয হানাফী (৭৩১-৭৯২ হি.), ইমাম নববী (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ। যেমন নববী বলেন,

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنِ، وَرَوَاهَا نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِيهَا مَشْهُورَةٌ وَاعْتِرَاضَاتُ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَيْهَا لَهَا أَجْوِبَةٌ مَشْهُورَةٌ– 'কুরআন-সুন্নাহ, ইজমায়ে ছাহাবা এবং তাদের পরবর্তী সালাফে ছালেহীনের পক্ষ হ'তে আখেরাতে মুমিনদের জন্য তাদের মহান প্রতিপালককে দর্শনের প্রমাণ সমূহ অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রায় ২০ জন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ

৯. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, রিয়াদ (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া (সংকলক : মুহাম্মাদ বিন সা'দ আশ-শুওয়াই'ইর, ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত, তাবি) ২৮/৪১০ পৃ.।

(ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত সমূহ যেমন প্রসিদ্ধ, বিদ'আতীদের আপত্তি সমূহের জওয়াবও তেমনি প্রসিদ্ধ।[১০]

মু'তাযেলী বিদ্বানগণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা –إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, إِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، 'তাদের প্রতিপালকের ছওয়াবের দিকে' তাকিয়ে থাকবে। অথবা إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، أَوْ إِلَى ثَوَابِهِ أَوْ مُلْكِهِ، 'তারা তাদের প্রতিপালকের রহমতের দিকে' বা 'তার ছওয়াবের দিকে বা তার রাজত্বের দিকে তাকিয়ে থাকবে'। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.) থেকেও উক্ত মর্মে একটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, যা ছহীহ নয় *(কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহের বিপরীতে এইসব ভিত্তিহীন কল্পনা প্রসূত ব্যাখ্যার কোন মূল্য নেই।

আল্লামা যামাখশারী উযবেকী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) ও আবু হাইয়ান গারনাত্বী আন্দালুসী (৬৫৪-৭৪৫ হি.) –إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-এর তাফসীরে বলেছেন, فَاخْتِصَاصُهُ بِنَظَرِهِمْ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ مَنْظُورًا إِلَيْهِ، مُحَالٌ، 'তাদের প্রতিপালকের দিকে বাক্যটি আগে আনা হয়েছে তাঁকে খাছ করার জন্য, যদি তিনি দর্শন দান করেন; বিষয়টি অসম্ভব' *(তাফসীর কাশশাফ; তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত্ব)*। এ ব্যাখ্যা তিনি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী দিয়েছেন, যেটি ভুল। তাছাড়া বাক্যটি আগে আনা হয়েছে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, আল্লাহকে খাছ করার জন্য নয় *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। কারণ দুনিয়াতে কোন চোখ আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যেমন মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন, لَنْ تَرَانِي، 'তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। যামাখশারী ও তাঁর সম আক্বীদার মুফাসসিরগণ দুনিয়ার দৃষ্টিতে আখেরাতকে বিচার করেছেন। অথচ এটি ফাসেদ ক্বিয়াস।

---

১০. ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নববী দিমাশক্বী (৬৩১-৬৭৬ হি.), শরহ মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى 'আখেরাতে মুমিনদের জন্য তাদের মহান প্রতিপালককে দর্শন প্রমাণে'র অনুচ্ছেদ-৮০।

ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দর্শনের হাদীছসমূহ ‘মুতাওয়াতির’। যা অবিরত ধারায় বর্ণিত এবং সনদের বিশুদ্ধতায় তর্কাতীত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, খারেজী প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কার ন্যায় অনেক সুন্নী বিদ্বানও এ ব্যাপারে সন্দেহবাদে পতিত হয়েছেন।[১১] অথচ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এখানে আল্লাহ দর্শনকে পূর্ণিমার চাঁদ দর্শনের স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আল্লাহকে চাঁদের দৃশ্যের সাথে তুলনা নয়। যেমনটি ধারণা করেছেন শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী।[১২] অন্যদিকে ভূপালী কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই সেটা নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।[১৩]

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা إِلَى ثَوَابِهِ ‘তার ছওয়াবের দিকে’ করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হ’লে তিনি বলেন, كَذَبُوا ‘ওরা মিথ্যা বলেছে’। তাহ’লে তারা সূরা মুত্বাফফেফীন ১৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলবে? যেখানে আল্লাহ কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ– ‘কখনই না। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অতঃপর ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে সরাসরি দেখবে। যদি মুমিনগণ তাঁকে দেখতে না পান, তাহ’লে কাফিরদের দর্শন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ কি হবে?[১৪]

শায়েখ আলবানী বলেন, ঐসব লোকেরা কত বড় ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, যারা নিজেদেরকে তাদের স্ব স্ব ইমামের মুক্বাল্লিদ বলে ধারণা করেন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দর্শনের বিষয়ে তারা তাদের ইমামদের আক্বীদার বিরোধিতা করেন। অথচ তাদের কাছে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনকে তারা তাবীল করেছেন বরং অর্থহীন করেছেন রূপক-এর নামে

---

১১. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, সূরা ক্বলম ৬৭/৪২ ও সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩ আয়াত।

১২. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), وَهُوَ مَرْئِيٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ– আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ ৪ পৃ.; থিসিস ১২৪ পৃ.।

১৩. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হি./১৮৩২-১৮৯০ খৃ.), ক্বাৎফুছ ছামার’ (সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ : ১৪২১ হি.) ১৩১-৩২ পৃ.; থিসিস ১২৪ পৃ.।

১৪. মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হোসায়েন বিন মাস‘ঊদ বাগাভী, মারভ, ইরান (৪৩৬-৫১৬ হি.), শারহুস সুন্নাহ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘জান্নাতে আল্লাহকে দর্শন’ অনুচ্ছেদ-এর বর্ণনা হা/৪৩৯৩-এর পূর্বে; মিশকাত হা/৫৬৬৩ রাবী ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হি.)।

(يُعَطِّلُونَهُ بِاسْمِ الْمَجَازِ)। অতঃপর হাদীছে তারা সন্দেহ পোষণ করেন একক ছাহাবীর বর্ণনা (حَدِيثُ آحَادٍ) বলে। অথচ 'আল্লাহকে দর্শন' বিষয়ের হাদীছ সমূহ মুতাওয়াতির। তত্ত্ববিদগণের নিকট যার মর্যাদা সুস্পষ্ট'।[১৫]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوقِنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي الْمَعَادِ لَمَا عَبَدَهُ فِي الدُّنْيَا– 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রতিপালককে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না'।[১৬]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আখেরাতে সবচেয়ে বড় নে'মত ও তৃপ্তির বিষয় হবে আল্লাহ্র চেহারা দেখা ও তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত'। তিনি আরও বলেন, দুনিয়াতে সবচাইতে আনন্দদায়ক বস্তু হ'ল আল্লাহকে চিনতে পারা ও তাঁকে ভালোবাসা। আর আখেরাতে সবচাইতে তৃপ্তিদায়ক বস্তু হবে তাঁকে দেখতে পাওয়া ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা' *(আদ-দা ওয়াদ দাওয়া ২৮৩-৮৪ পৃ.)*। তবে আখেরাত পর্যন্ত তাঁর দর্শন পিছিয়ে দেওয়ার কারণ হ'ল মুমিন যেন এই মহামূল্য নে'মত লাভের জন্য মুমিনরা সর্বদা চেষ্টিত থাকে।

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা জ্ঞানের দিক দিয়ে সম্ভব। কিন্তু শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব। কেননা মূসা (আঃ) তাঁকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মে'রাজে গিয়েও আল্লাহকে দেখতে পাননি। এর কারণ মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা। যেমন সূর্যের তীব্র কিরণের দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে থাকা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ের উপর নিক্ষিপ্ত আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেননি। বরং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আখেরাতে তাঁকে দেখার মত শক্তিশালী দৃষ্টিক্ষমতা আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দান করবেন। যা দিয়ে তারা তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে সক্ষম হবে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে'।[১৭]

---

১৫. মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), তাহকীক মিশকাত, হাশিয়া হা/৫৬৬৩ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ-৬।

১৬. ইমাম কুরতুবী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবুবকর আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী আন্দালুসী (৬১০-৬৭১ হি.), তাফসীর সূরা মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫।

১৭. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিইয়াহ (রিয়াদ : জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিইয়াহ, ১ম প্রকাশ : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ. ৯ খণ্ডে সমাপ্ত) ২/৩৩২-৩৩ পৃ.।

যারা আখেরাতে আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী নন, তারা হযরত আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বক্তব্য থেকে দলীল দিতে চেষ্টা করেন। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ- 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে'।[১৮] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, رَآهُ بِقَلْبِهِ 'তিনি তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখেছিলেন'।[১৯] এর জওয়াবে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) চোখে দেখাকে অস্বীকার করেছেন। আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) অন্ত র্দৃষ্টি দিয়ে দেখার কথা বলেছেন। তিনি কখনো বাহ্যদৃষ্টিতে দেখার কথা বলেননি।[২০] অতএব দু'জনের বক্তব্যে কোন বিরোধ নেই।

ক্বিয়ামতের ময়দানে সবাই আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল

(ثلاث طوائف فى رؤية الله يوم القيامة للجميع)

১ম দল বলেন, হাশরের ময়দানে মুমিন-কাফের সবাই আল্লাহকে দেখবে। কাফেররা প্রথমে দেখবে। অতঃপর তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে দেওয়া হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বলবেন, مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، 'তোমরা যে যার ইবাদত করতে, তার সাথে চলে যাও' *(বুখারী হা/৭৪৩৭; মুসলিম হা/১৮২)*। সেখানে মুমিন-কাফের সবাই থাকবে'। কথাটি অগ্রহণীয়। কেননা কথা বলা ও দেখা এক নয়।

২য় দল বলেন, কাফেররা নয়, কেবল মুমিন ও মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখবে। কেননা পূর্বে বর্ণিত ছহীহায়েনের হাদীছের শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, 'কাফের-মুশরিকরা স্ব স্ব উপাস্যদের সাথে চলে যাওয়ার পর কেবল মুমিনরা বাকী থাকবে। যাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে (وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا)। অতঃপর আল্লাহ অন্য আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ! আমরা

১৮. বুখারী হা/৪৮৫৫, ৭৩৮০; আহমাদ হা/২৪২৭৩।
১৯. মুসলিম হা/১৭৬; তিরমিযী হা/৩২৮১।
২০. ইবনু ক্বাইয়িম, ইজতেমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিইয়াহ (রিয়ায : মাতাবে' আল-ফারাযদাক্ব আত-তিজারিইয়াহ, ১ম প্রকাশ : ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) ২/৪৮ পৃ.।

এখানে দাঁড়ালাম। আমাদের রব এলে আমরা তাঁকে চিনব। অতঃপর আল্লাহ নিজস্ব আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন ও বলবেন, আমি তোমাদের রব। তখন তারা তাঁকে চিনবে ও বলবে, أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ 'আপনি আমাদের রব। অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে' *(বুখারী হা/৬৫৭৩; মুসলিম হা/১৮২)*।

এর জবাব এই যে, যারা আল্লাহকে চিনবে ও তাঁর অনুসরণ করবে, তারা স্রেফ মুমিন হবে, মুনাফিকরা নয়। কারণ উক্ত হাদীছের শেষে আল্লাহকে অনুসরণকারীদের মধ্যে মুনাফিক থাকবে বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

৩য় দল বলেন, কেবল মুমিনরা আল্লাহকে দেখবে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের আলোকে গৃহীত সর্বসম্মত মত। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন,– كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 'কখনই না'। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অতএব কাফের, মুনাফিক ও বিদ'আতীদের কেউ ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। আর জান্নাতে দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না।

স্বপ্নে আল্লাহকে দর্শন (رؤية الله تعالى في المنام) **:** এ বিষয়ে বিদ্বানগণ তিন দলে বিভক্ত। একদল এটাকে সম্ভব বলেন। আরেকদল এটাকে অসম্ভব বলেন। আরেকদল নিরপেক্ষ থাকেন। (১) যারা সম্ভব বলেন, তারা এটাকে প্রতিচ্ছবি (مثال) বলেন, সদৃশ (مِثل) বলেন না। কারণ আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*।

ক্বাযী ইয়ায আন্দালুসী (৪৭৬-৫৪৪ হি.) ও ক্বাযী আবু ইয়া'লা বাগদাদী (৩৮০-৪৫৮ হি.) এটি সম্ভব ও জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবী ও তাবেঈদের ঐক্যমত উদ্ধৃত করেছেন। তাছাড়া এটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন আবুবকর বাক্বেল্লানী বাগদাদী (৩৩৮-৪০৩ হি.), শিহাবুদ্দীন ক্বারাফী মিসরী (৬২৬-৬৮৪ হি.), ইবনু হাজার আসক্বালানী মিসরী, নববী দিমাশক্বী, ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী ও বিন বায প্রমুখ বিদ্বানগণ। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মুমিন তার ঈমান ও ইয়াক্বীনের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতিতে আল্লাহকে দেখতে পারেন। যদি তার ঈমান বিশুদ্ধ হয়, তাহ'লে তার প্রতিপালককে সুন্দর আকৃতিতে দেখতে

পাবে। তবে স্বপ্নে দর্শন ও বাস্তবে দর্শন কখনো এক নয়। তিনি বলেন, তিনি তার কোন সৃষ্টির তুলনীয় নন। তবে বান্দা কখনো স্বপ্নে দেখতে পারে যে, তার রব তার সাথে কথা বলছেন। এছাড়া যত আকৃতিই সে দেখুক না কেন, সেটি আল্লাহ নন। কেননা কোন বস্তু আল্লাহ্র রূপ ধারণ করতে পারেনা' *(শূরা ৪২/১১)*।[২১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خير مِنْهُم– 'আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে অবস্থান করি, যেরূপ সে আমাকে ধারণা করে। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে মুমিনদের জামা'আতের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, তাহ'লে আমি তাদের চাইতে উত্তম ফেরেশতাদের জামা'আতে তাদের স্মরণ করি'।[২২] অর্থাৎ বান্দা আমাকে যেভাবে স্মরণ করে, আমি তাকে সেভাবেই স্মরণ করি। আর আল্লাহকে স্মরণটাই স্বপ্নে দর্শন সম্ভব।

(২) যারা স্বপ্নে আল্লাহ দর্শনকে অসম্ভব বলেন, তারা বলেন এটি আখেরাতে জান্নাতীরা দেখবে। কিন্তু দুনিয়াতে স্বপ্নযোগে নয়। তবে তাদের মতে এ ব্যাপারে চুপ থাকাই নিরাপদ (أحوط)। ইমাম আবু মনছূর মাতুরীদী সমরকন্দী (২৪৮-৩৩৩ হি.), জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী মিসরী (৮৪৯-৯১১ হি.) প্রমুখ বিদ্বাণ এই মত পোষণ করেন।[২৩]

(৩) শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) সহ যারা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকেন, তাঁরা কাছাকাছি একইরূপ মন্তব্য করেন।[২৪]

বিভিন্ন বইয়ে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ বিদ্বানগণ স্বপ্নে আল্লাহকে ১০০ বার দেখেছেন বলে যেসব কথা লিখিত হয়েছে, সে সবই ভিত্তিহীন ও পরবর্তী যুগের সৃষ্টি মাত্র।

---

২১. وَقَدْ يَرَى الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ فِي صُوَرٍ مُتَنَوِّعَةٍ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ، ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৩৯০ পৃ.।

২২. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪-৬৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহকে স্মরণ ও তাঁর নৈকট্য সন্ধান' অনুচ্ছেদ-১।

২৩. যয়নুল 'আবেদীন ইবনু নুজায়েম মিসরী (৯২৬-৯৭০ হি.) আল-বাহরুর রায়েক্ব শরহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তাবি, ৮ খণ্ডে সমাপ্ত) ৮/২০৫ পৃ.।

২৪. শায়েখ ছালেহ আল-ওছায়মীন, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৫-২০০১ খৃ.) লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/৪০ পৃ.।

স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শন (رؤية رسول الله صـــ في المنام) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى– ‘যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নযোগে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না’।[২৫] রাসূল (ছাঃ)-কে যারা দুনিয়ায় দেখেননি, তারা তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারেননা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَّآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقَظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى– ‘যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্বর আমাকে দেখতে পাবে জাগ্রত অবস্থায়। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারেনা’।[২৬] অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা হ’লে ঐ ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে দেখবে অথবা আখেরাতে দেখবে *(মিরক্বাত)*। যারা কখনো রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেনি, তারা তাঁকে স্বপ্নে দেখার দাবী করলে সেটির সত্যায়ন করবে কে?

বর্তমান অবস্থা (حالة اليوم) : বর্তমানে অনেক পীরের গল্প শোনা যায় যে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের বানোয়াট অযীফা সমূহের উপর আমল করলে এক মাসের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখা যায় এবং তিন মাসের মধ্যে আল্লাহকে দেখা যায়। অথচ মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে ৪০ দিন থেকে ও আল্লাহকে দেখতে চাইলেও দেখতে পাননি। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মে‘রাজে গিয়েও আল্লাহকে দেখতে পাননি। অনেক পীর তাদের দরগাহ গেটের নাম রাখেন ‘বাবে রহমত’ বা রহমতের দরজা। কেউ আবার খানক্বার পুকুরে ওযূ করার সময় বদনা ছুঁড়ে মারেন, আর ভক্তদের বলেন, কা‘বা ঘরে কুকুর ঢুকছিল, তাই খেদিয়ে দিলাম’। কেউ তাদের দরগার বদ্ধ নোংরা পানির সাথে মক্কার যমযম কূপের সাথে সংযোগ আছে বলে শুনায় এবং ঐ পচা পানি খেলে অথবা ঐ ওরসের তাবার্রুক খেলে সব রোগ ভাল হয়ে যাবে বলে দাবী করে। তবে এজন্য অবশ্যই নযর-নেয়ায দিতে হয়। নইলে মৃত বাবা নাখোশ হবেন। তাতে মনের মকছূদ পূরণ না-ও হ’তে পারে। অনেক পীরের নামে বই লেখা হয়েছে, তারা নাকি তাদের জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরেও স্বপ্নযোগে তাদের মুরীদদের মৃত সন্তানকে

২৫. বুখারী হা/৬৯৯৪; মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৬. মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

জীবিত করে দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজে বাঁচতে পারেননি বা নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানদের বাঁচাতে পারেননি। এইসব মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় ভুলে বহু জ্ঞানী-গুণী লোক এমনকি রাষ্ট্রনেতা ও রাজনীতিকগণ এদের কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেন ও সেখানে গিয়ে বহুমূল্য নযর-নেয়ায দেন তাদের অসীলায় মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশায়। অথচ আল্লাহ্র রাসূলের কবরের পাশে পরপর দু'জন খলীফা ওমর ও ওছমান (রাঃ) নিহত হ'লেন। তিনি তাঁদের বাঁচাতে পারেননি। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি সন্তানের মধ্যে ৩ জন পুত্রসহ ৬ জনই মারা গেলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে বাঁচাতে পারেননি। অথচ এইসব 'পীরবাবা' নামধারীদের ধোঁকায় পড়ে বহু মানুষ ঈমান হারাচ্ছে। কারণ তারা শিখাচ্ছেন যে, পীর ছাড়া মুক্তি নেই। যার পীর নেই, শয়তান তার পীর। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী আল্লাহভীরু নেতাগণই হ'লেন মুমিনগণের নেতা। এইসব কথিত পীরবাবারা নন। বস্তুতঃ এগুলি সবই ভক্তের পকেট ছাফ করার অপকৌশল মাত্র। এইসব প্রতারক ধর্ম ব্যবসায়ী ও তাদের দালাল থেকে সাবধান!

আল্লাহ্র দীদার কামনা (رجاء لقاء الله) :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সর্বদা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যগ্র থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর আগে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেন। অতঃপর ফাতেমাকে কানে কানে বলেন, আজকের দিনের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই। তাতে ফাতেমা কেঁদে ফেলেন। অতঃপর তাকে কাছে টেনে বলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমিই সর্বপ্রথম আমার কাছে চলে আসবে। তাতে ফাতেমা হাসেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১২৯)*। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, – اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম যে, তিনি এখন আর আমাদের পসন্দ করবেন না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৯৬৪)*।[২৭] অর্থাৎ দুনিয়ার বন্ধন ছিন্ন করে এবার তিনি আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১২৯)*।

বস্তুতঃ দুনিয়াদাররা দুনিয়া ছাড়তে চায় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে বেশী ভালবাসেন। তারা এখানকার কষ্ট-মুছীবতকে

২৭. যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল, ছালাত ও স্ত্রীজাতি সম্পর্কে' *(ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৭; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৩ পৃ.)*।

হাসিমুখে বরণ করেন আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের আশায়। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ– 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত'।[২৮] আর তাই মুমিন দ্রুত দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যেতে চায় তার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। ঠিক যেমন কারাবন্দী বা প্রবাসী ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে ছুটে আসে তার পরিবারের কাছে ও প্রিয়তম সাথীদের কাছে। এখানে মৃত্যু কামনা নয়। বরং প্রিয়তমের সাক্ষাৎ কামনাই মুখ্য।

তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতকে অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন'। উক্ত বিষয়ে মা আয়েশা (রাঃ) অথবা অন্য কোন উম্মুল মুমেনীন বলেন, আমরা অবশ্যই মৃত্যুকে অপসন্দ করি। কিন্তু বিষয়টি সেরূপ নয়। কেননা মুমিনের যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন তাকে তার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মর্যাদার বিষয়ে সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন সেটিই তার নিকটে সবচাইতে প্রিয়তর হয়। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাক্ষাতকে সবচেয়ে ভালবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে কাফেরের বিষয়টি হয় এর বিপরীত। তাকে শাস্তি ও বদলা সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পসন্দ করেনা এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন না'।[২৯] এর ফলাফল হ'ল আল্লাহ যে কাজ পসন্দ করেন, মুমিন সর্বদা সে কাজেই লিপ্ত থাকে। আর যে কাজ আল্লাহ অপসন্দ করেন, মুমিন সে কাজ আদৌ পসন্দ করে না।

বদর যুদ্ধের শুরুতে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، 'তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত' *(মুসলিম হা/১৯০১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এই আহ্বান মুসলমানদের দেহমনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দেয়। এ সময় জান্নাত পাগল আনছার ছাহাবী ওমায়ের ইবনুল হোমাম (عُمَيْرُ بْنُ

২৮. মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৯. বুখারী হা/৬৫০৭; মুসলিম হা/২৬৮৪; মিশকাত হা/১৬০১।

(الْحُمَام) বলে ওঠেন 'বাখ বাখ' (بَخْ بَخْ) 'বেশ বেশ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে একথার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জান্নাতবাসী হ'তে চাই'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، 'নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী'। একথা শুনে ছাহাবী থলি হ'তে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু অস্থির হয়ে তিনি বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِّيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، 'যদি আমি এই খেজুরগুলি খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে' বলেই সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন'।[৩০]

মৃত্যুর সময় মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের প্রদত্ত সুসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ- نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ- 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(৩০)*। 'আমরা তোমাদের বন্ধু ইহকালে ও পরকালে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে' *(৩১)*। 'এটা হবে ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালুর পক্ষ হ'তে আপ্যায়ন' *(ফুছছিলাত ৪১/৩০-৩২)*। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا : اُخْرُجِي حَمِيدَةً أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُخْرُجِي وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ

৩০. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আনাস (রাঃ); দ্র. সীরাতুর রাসূল ৩য় মুদ্রণ ২৯৮-৯৯ পৃ.।

وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحَ لَهَا فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ : فُلاَنٌ. فَيُقَالُ : مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُدْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَآءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ،

‘মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। ঐ ব্যক্তি নেককার হ’লে ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আসুন হে পবিত্র আত্মা! যিনি পবিত্র দেহে ছিলেন। বের হয়ে আসুন প্রশংসিত অবস্থায়। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন শান্তি ও সুগন্ধির এবং আপনার প্রতিপালকের ক্রোধহীনতার। এভাবে বলা হ’তে থাকে যতক্ষণ না রূহ বেরিয়ে আসে। অতঃপর রূহকে নিয়ে ফেরেশতারা আকাশে উঠে যান। অতঃপর তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং বলা হয়, কে ইনি? ফেরেশতারা বলেন, ইনি অমুক। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মার প্রতি অভিনন্দন, যা পবিত্র দেহে ছিল। প্রবেশ করুন প্রশংসিত অবস্থায়। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন শান্তি ও সুগন্ধির এবং আপনার প্রতিপালকের ক্রোধহীনতার। এভাবেই তারা বলতে থাকেন যতক্ষণ না সেই আসমানে উপনীত হন, যেখানে আল্লাহ রয়েছেন (অর্থাৎ সপ্তম আসমানে)।[৩১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِّنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ،... ‘মুমিন বান্দার যখন দুনিয়া ত্যাগ ও আখেরাতে গমনের মুহূর্ত আসে, তখন তার নিকটে আসমান থেকে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারাগুলি যেন একেকটি সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে’...।[৩২]

---

৩১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৩০৯।
৩২. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০ রাবী বারা বিন আযেব (রাঃ)। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ‘জানাযেয’ অধ্যায়, মিশকাত হা/১৬২৭-৩০; দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত ‘মৃত্যুকে স্মরণ’ বই।

আল্লাহ্র দীদার লাভের উপায় সমূহ (طرق رؤية الله) :

(১) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল এবং ইখলাছ :

আল্লাহ বলেন, ...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– '...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের দীদার কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহ্ফ ১৮/১১০)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রিয়া শূন্যভাবে স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য খালেছ অন্তরে ইবাদত করে।

(২) আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি না পার, তাহ'লে এমনভাবে ইবাদত কর যেন তিনি তোমাকে দেখছেন :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে জিব্রীলে বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ– 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহ'লে এমনভাবে ইবাদত কর যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৩৩] কেননা মনিব দেখছেন, এমনটি জানলে কর্মী কখনো কাজে ফাঁকি দিতে পারেনা। অবশ্যই সেই সাথে আল্লাহ্র রহমত থাকতে হবে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, : لَنْ يُّدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، 'তোমাদের কাউকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তার দয়া ও করুণায় বেষ্টন করে না নেন। অতএব তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাও'।[৩৪]

মাঝে-মধ্যে আল্লাহ তার নেককার বান্দাকে কঠিন বিপদে ফেলেন বা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে সাবধান করার জন্য। যাতে সে আবার

৩৩. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ রাবী ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।
৩৪. বুখারী হা/৫৬৭৩; মিশকাত হা/২৩৭১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ-৫।

পূর্ণোদ্যমে নেকী অর্জনে লিপ্ত হয় এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণার মিশ্রণযুক্ত মোহরাংকিত পানীয় লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় রত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ- خِتَامُهُ مِسْكٌ وَّفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ- 'তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে' *(২৪)*। 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে' *(২৫)*। 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(২৬)*। 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের' *(২৭)*। 'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীল বান্দাগণ' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৪-২৮)*।

(৩) ফজর ও আছরের ছালাত সহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা :

ইতিপূর্বে জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষে বলা হয়েছে, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- 'যদি তোমরা তোমাদের রবকে নির্বিঘ্নে দর্শন করতে চাও, তাহ'লে যদি সক্ষম হও সূর্যোদয়ের পূর্বের ফজরের ছালাতে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের আছরের ছালাতে এক্বামতের পূর্বেই হাযির হ'তে যেন তোমরা অপারগ না হও। এরপর তিনি পাঠ করলেন, 'তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে'।[৩৫] অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট অত্র আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে *(কুরতুবী)*। যা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের মাধ্যমে অবিরত ধারায় প্রমাণিত।

(৪) সর্বদা ফরয ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করা :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

৩৫. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫ (মিরক্বাত); ত্বোয়াহা ২০/১৩০।

نَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ-

‘মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা যেসব বস্তু দিয়ে আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করে, তন্মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হ’ল ঐসব বস্তু, যেগুলি আমি তার উপর ফরয করেছি। আর আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে কাজ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট চায়, আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে ইতস্তত করি না মুমিনের রূহ কবয করার ন্যায়। কেননা মুমিন মৃত্যুকে অপসন্দ করে। আর আমিও তাকে অসন্তুষ্ট করতে অপসন্দ করি। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অপরিহার্য’।[৩৬]

উক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আর আল্লাহ্র বন্ধুদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- ‘মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’। ‘তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন

৩৬. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬ ‘দো‘আ সমূহ অধ্যায়-৯ ‘আল্লাহ্র যিক্র ও তাঁর নৈকট্য সন্ধান’ অনুচ্ছেদ-১।

জীবনে। আল্লাহ্র বাণী সমূহের কোন পরিবর্তন নেই। আর এটাই (অর্থাৎ উভয় জীবনের সুসংবাদই) হ'ল বড় সফলতা' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইউনুস ৬২ আয়াতটিকে বিভিন্ন মৃত পীরের সমাধিতে বড় বড় হরফে অর্থসহ লেখা দেখা যায়। এর মাধ্যমে কবর ব্যবসায়ীরা বুঝাতে চায় যে, আমাদের পীর কবরে জীবিত আছেন। তিনি ভক্তের আহ্বান শুনছেন ও তার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। এই মিথ্যা ধোঁকায় ব্যবহার করা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অত্র আয়াতটিকে। পথভ্রষ্ট ইহূদী আলেমরা যেভাবে তওরাতের আয়াত বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে পয়সা উপার্জন করত, মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে সেটাই।

উপরে বর্ণিত হাদীছটির শেষে وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ– 'মৃত্যু তার জন্য অপরিহার্য' কথায় এটি পরিষ্কার যে, তার বন্ধু তার সাক্ষাতের আশায় অতীব উদগ্রীব হয়ে উঠেছে এবং তা প্রশমিত হবেনা তার সাক্ষাত লাভ করা ব্যতীত। তখন আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে (তার জানা উচিৎ যে,) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময়টি আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনকাবূত ২৯/৫)*। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে' অর্থ তার সৎকর্মের পুরস্কার লাভের জন্য সে উদগ্রীব হয়। আর সেজন্যেই আল্লাহ তাঁর বান্দার মনের কথা শোনেন ও তার সকল কাজের খবর নেন।

উক্ত হাদীছে বর্ণিত 'তার হাত-পা সবকিছু আল্লাহ্র হাত-পা হয়ে যায়' অর্থ আল্লাহ্র বন্ধুর ভিতর-বাহির সকল কাজ আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। এর মধ্যে আল্লাহ যে নিরাকার ও শূন্যসত্তা নন, বরং তাঁর আকার রয়েছে, যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী তার প্রমাণ রয়েছে। এর অর্থ বান্দার আত্মা আল্লাহ্র পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় না বা সে 'ফানাফিল্লাহ ও বাক্বাবিল্লাহ' হয়ে যায় না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য ঘুঁচে গিয়ে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' হয়ে যায় না। যেমনটি বিদ'আতীরা ধারণা করে থাকে। বরং বান্দার ফরয ও নফল ইবাদত সমূহে খুশী হয়ে আল্লাহ তার বন্ধুদের যখন চান সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। যাকে 'কারামতে আউলিয়া' বলা হয়। যা ছাহাবা, তাবেঈন ও বহু সৎকর্মশীল মুমিন বান্দা কর্তৃক প্রমাণিত। কিন্তু এটি শরী'আতের কোন দলীল নয়।

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র দীদার লাভের উপায় হ'ল দু'টি। তাঁর ফরয ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করা। 'ফরয' বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জকে বুঝায়। আর 'নফল' বলতে ফরয ইবাদতের বাইরে অতিরিক্ত ইবাদত ও সৎকর্ম সমূহ। কারণ বিচার দিবসে আল্লাহ বলবেন, اُنْظُرُوْا... هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ- ...'দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না। তখন নফল দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে' (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।[৩৭]

অবশেষে এমন অবস্থা হবে যে, সে আল্লাহ্র প্রিয় হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র মহব্বত তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন তার হৃদয়ে প্রিয়তমের ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই থাকবেনা। তখন সে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। আর তখনি আল্লাহ্র ডাক আসবে।

মৃত্যু কামনা (تمني الموت) :

অনেকে মৃত্যু কামনা করেন। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র দীদার লাভের আকাংখা থাকে না। ঐ মৃত্যু কামনা তার জন্য ক্ষতির লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ- 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না কোন ব্যক্তি কারু কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, হায় যদি আমি তোমার স্থানে হ'তাম! অথচ তার মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আকাংখা থাকবে না'।[৩৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلاَّ الْبَلاَءُ- 'তার মধ্যে দ্বীন থাকবে না বিপদের ভয় ব্যতীত'।[৩৯] অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য সে

৩৭. আবুদাঊদ হা/৮৬৪; তিরমিযী হা/৪১৩; নাসাঈ হা/৪৬৫; মিশকাত হা/১৩৩০ 'ছালাতুত তাসবীহ' অনুচ্ছেদ-৪০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩৮. আহমাদ হা/১০৮৭৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৫৭৮।
৩৯. মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪৫ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

মৃত্যু কামনা করবে না। বরং দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে। বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় উপনীত হয়েই মানুষ আত্মহত্যা করে, যা মহাপাপ। যার ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারায়।

আত্মহত্যা মহাপাপ (الانتحار خطيئة عظيمة) :

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তাছাড়া মৃত্যু কামনা করা সর্বদা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ 'তোমরা মৃত্যু কামনা করোনা' *(তিরমিযী হা/২৪৮৩)*। যখমে কাতর ইসলামের ৬ষ্ঠ ছাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) এবং অতি বার্ধক্যে কাতর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম খাদেম ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) একপর্যায়ে বয়সের ভারে অতিষ্ঠ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ، 'যদি আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে একথা না শুনতাম যে, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, তাহ'লে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম'।[৪০] উল্লেখ্য যে, খাব্বাব (রাঃ) ৭৩ বছর বয়সে ৩৭ হিজরীতে কূফায় এবং আনাস (রাঃ) ১০০ বা ১০১ বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে বছরায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এ পৃথিবীকে মুমিন তার জন্য পরীক্ষাস্থল মনে করে। আল্লাহ তাকে পরীক্ষার জন্য যতদিন চাইবেন, ততদিন সে এখানে থাকবে সর্বাধিক নেকী সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে কবরে প্রশ্ন (سؤال رؤية الله في القبر) :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْغُوبٍ، ثُمَّ يُقَالُ : فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ فِي الْإِسْلاَمِ، فَيُقَالُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ :

৪০. বুখারী হা/৪৭৩৫; মুসলিম হা/২৭৯৫; মিশকাত হা/১৬১৫ রাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ); বুখারী হা/৬৩৫১; মুসলিম হা/২৬৮০ রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।

هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ : مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَّرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا، فَيُقَالُ : فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي! فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

‘কবরবাসী মুমিন মাইয়েতকে উঠিয়ে বসানো হবে ভয়হীন ও শংকাহীনভাবে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, (১) তুমি কোন দ্বীনের উপর ছিলে? সে বলবে, ইসলাম। অতঃপর বলা হবে, (২) এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, মুহাম্মাদ, যিনি আল্লাহ্র রাসূল। যিনি আমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে জেনেছিলাম’। তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? সে বলবে, কারু পক্ষে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানকার ভয়ংকর দৃশ্য দেখবে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। এসময় তাকে বলা হবে, দেখ কি বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতের নে‘মতরাজি দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ছিলে। উক্ত বিশ্বাসের উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং মহান আল্লাহ চাহেন তো তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে’।[৪১]

৪১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯ ‘ঈমান’ অধ্যায়-১, ‘কবরের আযাব’ অনুচ্ছেদ-৪।

জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ (تحية من الله في الجنة) :

জান্নাতে দয়াময় প্রতিপালক ‘সালাম’ দিয়ে তাঁর সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। যেমন (১) তিনি বলেন, سَلاَمٌ، قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ– ‘অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে তাদেরকে ‘সালাম’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। (২) তিনি আরও বলেন, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا– ‘যেদিন তারা তাঁর (আল্লাহ্র) সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে ‘সালাম’। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান’ *(আহযাব ৩৩/৪৪)*। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে তাদের সালাম করবে। (৩) তিনি বলেন, وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ– سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ– ‘ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে’ *(২৩)*। ‘তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে বিধায় তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর কতই না সুন্দর তোমাদের এই পরিণাম গৃহ’ *(রা‘দ ১৩/২৩-২৪)*।

(৪) হযরত ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন, اَللَّهُمَّ...أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ...وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ– ‘হে আল্লাহ!... তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় বলে তুমি মনে কর। আর তুমি আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন তুমি আমার মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর। আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি প্রার্থনা করি। ...জান্নাতে আমি তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি কামনা করি এবং অনিষ্টকারীর অনিষ্ট ও পথভ্রষ্টকারীর ফেৎনায় পড়া ব্যতীত আমি তোমার দীদার লাভের আকাংখা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত কর এবং পথ প্রদর্শনকারী ও সুপথ প্রাপ্ত কর’।[৪২]

৪২. নাসাঈ হা/১৩০৫; মিশকাত হা/২৪৯৭ রাবী ‘আত্বা বিন সায়েব স্বীয় পিতা হ’তে।

উক্ত সারগর্ভ দো'আয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদায়ক বস্তু আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের আকাংখা এবং আখেরাতের সবচাইতে তৃপ্তিদায়ক বস্তু তাঁর মহান চেহারা দর্শনের প্রার্থনা করেছেন। উক্ত হাদীছে হকপন্থী আলেমদের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যারা নিজেরা হক জানেন ও তার অনুসরণ করেন এবং অন্যকে হক শিক্ষা দেন ও তার পথ প্রদর্শন করেন।

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ রাতে যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন-

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ-

'হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর জ্যোতি। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা আছে সবকিছুর বাদশাহ। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, তোমার বাণী সত্য, কবর আযাব সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আমি তোমার জন্যই ঝগড়া করি এবং তোমার কাছেই ফায়ছালা পেশ করি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর, গোপন ও

প্রকাশ্য সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি অগ্র ও পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[৪৩]

পরকালীন পুরস্কার (جزاء الآخرة) :

যারা পরকালে আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাস করেন, তাদের পুরস্কার হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً، فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا– وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَّنْظُرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ–

'নিশ্চয়ই মুমিনের জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ফাঁপা মুক্তার তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। যার প্রতি কোণে থাকবে তার পরিবার (হূরগণ)। মুমিনগণ তাদের কাছে যাবে। কিন্তু তারা একে অপরকে দেখতে পাবে না'। তাছাড়া দু'টি জান্নাত থাকবে, যেগুলির পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী হবে রৌপ্য নির্মিত। আর অন্য দু'টি জান্নাত থাকবে, যেগুলির পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী হবে স্বর্ণ নির্মিত। মুমিনগণ 'আদন' নামক জান্নাতে তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখবে। এ সময় তাদের ও আল্লাহ্র মাঝে কোন অন্তরায় থাকবে না আল্লাহ্র চেহারার উপর তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত'।[৪৪]

'মহিমার চাদর' অর্থ আল্লাহ্র মর্যাদার প্রভাব এবং 'আদন' অর্থ স্থায়ী বসবাসের স্থান। এর দ্বারা অন্য জান্নাতকেও বুঝানো হয়েছে। কেননা সকল জান্নাতই চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য *(মিরক্বাত হা/৫৬১৬)*। ইবনুল আছীর

৪৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৫১-৫২; আবুদাঊদ হা/৭৭২; বুখারী হা/৬৩১৭; মুসলিম হা/১৮০৮; আলবানী, মিশকাত হা/১২১১'ছালাত' অধ্যায়-৪ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২; মির'আত হা/১২১৮।

৪৪. মুসলিম হা/২৮৩৮, ১৮০; বুখারী হা/৪৮৭৯; তিরমিযী হা/২৫২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৬; মিশকাত হা/৫৬১৬ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীর বিবরণ' অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

(রহঃ) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, আখেরাতের নে'মত সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ নে'মত হ'ল আল্লাহকে দর্শন। আর এটাই হ'ল আল্লাহ্র নে'মত সমূহের সর্বোচ্চ স্তর'।[৪৫]

সেদিন তার প্রতিপালক খুশী হয়ে তাকে পুরস্কারের ডালি ভরে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ– 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মফল পুরোপুরি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। বস্তুতঃ এটিই ছিল বান্দার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ বাণী। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয় *(কুরতুবী)*।

বান্দার সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন (مكالمة الله بعبده) :

(১) হযরত 'আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ– 'অচিরেই তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিপালক কথা বলবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও পর্দা থাকবে না। অতঃপর বান্দা ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু তার কৃতকর্মগুলি ব্যতীত কিছুই সে দেখবে না। এরপর সে বাম দিকে তাকবে। কিন্তু তার কৃতকর্মগুলি ছাড়া কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনের দিকে তাকাবে, কিন্তু চোখের সামনে সে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং খেজুরের একটি টুকরা ছাদাক্বা করে হ'লেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো'।[৪৬] এই কথোপকথন হবে মুমিনদের সাথে *(মিরক্বাত)*।

---

৪৫. মাজদুদ্দীন আবুস সা'আদাত ইবনুল আছীর মূছেলী (৫৪৪-৬০৬ হি.), জামে'উল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল (তাবূক, সঊদী আরব : মাকতাবা হুলওয়ানী, তাহকীক : আব্দুল ক্বাদের আরনাঊত্ব, ১২ খণ্ডে সমাপ্ত) ১০/৫৫৭ পৃ.।

৪৬. বুখারী হা/৭৫১২; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৫৫০ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান' অনুচ্ছেদ-৩।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُول : نعم يَا رَبِّ حَتَّى قَرَّرَهُ ذنُوبه وَرَأَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ. قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ : هَؤُلَآءِ الَّذِينَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ-

'মুমিনকে আল্লাহ নিজের কাছে নিবেন এবং স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। অতঃপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জানো? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলি স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস আসন্ন। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা ক্ষমা করে দিব। অতঃপর তাকে তার সৎকর্ম সমূহের আমলনামা হাতে দেওয়া হবে। অতঃপর কাফের ও মুনাফিকদের সর্বসমক্ষে ডেকে আল্লাহ বলবেন, 'এরা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। জেনে রাখ যে, যালেমদের উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ!' *(হূদ ১১/১৮)*।[৪৭]

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় তিনি হেসে উঠে বললেন,

هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَضْحَكُ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ : يَقُولُ : بَلَى، قَالَ : فَيَقُولُ : فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ : انْطِقِي، قَالَ : فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ : فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ-

৪৭. বুখারী হা/২৪৪১; মিশকাত হা/৫৫৫১ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান' অনুচ্ছেদ-৩।

‘তোমরা কি জান, কি কারণে আমি হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে যে কথোপকথন করবে, সেজন্য হাসছি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ, আমি কারু প্রতি যুলুম করি না। অতঃপর সে বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষী ব্যতীত অন্য কারু সাক্ষী হওয়াকে অনুমতি দিব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই নিজের সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাগণ। অতঃপর তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তোমরা কথা বল। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। এরপর ঐ বান্দাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের প্রতি অভিশাপ! তোমরা দূর হয়ে যাও! আমি তো তোমাদের জন্যই সবকিছু করেছিলাম’![৪৮] হাদীছটির প্রথমাংশ মুমিনদের জন্য এবং শেষাংশ সাধারণ বান্দাদের জন্য।

আল্লাহ্র দীদার বিষয়ে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত

(آيات فى رؤية الله عز وجل)

١- وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوآ أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- البقرة ٢٢٣-

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ তোমরা সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও’ *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*।

٢- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُون- الأنعام ٣١-

‘নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে মিথ্যারোপ করেছে। এভাবে যখন ক্বিয়ামত হঠাৎ এসে যাবে, তখন তারা বলবে, হায় এ বিষয়ে আমরা কতই না বাড়াবাড়ি করেছি। ফলে তারা

৪৮. মুসলিম হা/২৯৬৯; মিশকাত হা/৫৫৫৪ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান’ অনুচ্ছেদ-৩।

নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে। সাবধান! কতইনা নিকৃষ্ট ঐ বোঝাগুলি, যা তারা বহন করে' *(আন'আম ৬/৩১)*।

৩- وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ- يونس ١٥-

'আর যখন তাদের উপর আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, এটা বাদ দিয়ে অন্য কুরআন নিয়ে এস অথবা এটাকে পরিবর্তন করে আনো। বলে দাও যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

٤- وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَآئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا- الفرقان ٢١-

'আর যারা আমাদের সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে, কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয়না অথবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিনা? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার লুকিয়ে রাখে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়' *(ফুরক্বান ২৫/২১)*।

٥- أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا- الكهف ١٠٥-

'ওরা (অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী) হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম বৃথা হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য মীযানের পাল্লা দাঁড় করাব না' *(কাহ্ফ ১৮/১০৫)*।

٦- يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ- الانشقاق ٦-

'হে মানুষ! তুমি নিশ্চিতভাবে তোমার কৃতকর্মসহ তোমার প্রভুর পানে ফিরে চলেছ। অতঃপর তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৬)*।

৭- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- البقرة ٤٥-٤٦-

‘তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। আর তা অবশ্যই কঠিন, নিবেদিত প্রাণ বান্দাগণ ব্যতীত’। ‘যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর কাছেই তারা ফিরে যাবে’ *(বাক্বারাহ ২/৪৫-৪৬)*।

৮- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ- الرعد ٢-

‘তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ’তে পার’ *(রা‘দ ১৩/২)*।

৯- أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ- فصّلت ٥٤-

‘জেনে রাখ এরা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছেন’ *(ফুছছিলাত ৪১/৫৪)*।

১০- إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ- أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- يونس ٧-٨-

‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন’ *(৭)*। ‘এসব লোকদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসাবে’ *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-